Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.48-51
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

উত্তরবঙ্গের নারীর প্রবাদ

বিকাশ বর্মন
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Proverb is one of the most popular and powerful branches of Bengali oral literature. Proverb's simple straight-forward style attracts ordinary people like a magnet. The origin of the proverb is difficult to determine, but the origin of the proverb is probably attributed to women, not men. In North Bengal, like many other parts of the world, proverbs spread from direct knowledge of the people at their own pace to the masses, flowing from one generation to another. This topic will be discussed in detail in the discussion article.
Keywords: Proverb Women North Bengal.

বাঙালির মৌখিক সাহিত্যের শক্তিশালী ও জনপ্রিয় শাখাগুলোর মধ্যে প্রবাদ অন্যতম। প্রবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Proverbs'। লোকায়ত প্রাত্যহিক জীবনে উপদেশ ও নির্দেশনায় প্রবাদ অনেকটা পথপ্রদর্শকের ভূমিকাও পালন করে থাকে। বিশেষত এর সহজ-সরল, ঋজু ও চৌখশ প্রকাশভঙ্গী সাধারণ মানুষকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। 'প্রবাদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রকৃষ্ট রূপ বচন। আর্চার টেলর প্রবাদের বিষয়টি অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করেছেন এভাবে -"The Wisdom of many and the wit of one"। এটি একটি সুসংহত ক্ষুদ্র বাক্য। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র বাক্য বা বাক্যাংশ ধারণ করে জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতার পরিচয়। স্পেনীয় লোকবিদ Cervantes বলেন যে "A proverb is a short sentence based on long experience"। প্রবাদ হলো দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে প্রবাদ বা প্রবচন জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাভিব্যাক্তি। এটি আগে থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে বলে প্রাচীন, আবার প্রচলিত মনোভাব প্রকাশ করতে সাহায্য করছে বলে আধুনিক।

প্রবাদের উদ্ভব, উৎস ও কাল নির্ণয় করা কঠিন। যেহেতু এটি সম্পূর্ণ মৌখিক ধারার বলে এর তুলনামূলক পূর্বতন ধারার খোঁজ পাওয়া যায় না। সম্ভবত, আদিযুগের মানুষরা সমাজ জীবনের ঠেকে শেখা অভিজ্ঞতাগুলির উপযোগিতা বুঝতে পেরেছিল। একক বা সমবেত ভাবে সেগুলি সংহত ভাষায় বাক্য বা বাক্যখণ্ডে উচ্চারিত হয়েছিল। হয়ত প্রথমে তা স্থূল অমার্জিত শব্দগুচ্ছেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সেখানে জীবনের সত্য ধরা পড়েছিল। তখন থেকেই সত্য শিক্ষা বা প্রজ্ঞার আকর রূপে সমাজের আদর লাভ করেছিল। ক্রমে গোষ্ঠী ও বংশ পরম্পরায় তা সঞ্চারিত হয়েছিল সমাজের সর্বাংশে। প্রাচীন যুগে ভাষা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অসংলগ্ন শব্দ বিন্যাসে প্রবাদ বা সুবাচন প্রচলিত হয়েছিল। মানুষ তার অর্জিত অভিজ্ঞতাকে বাক্যে ধরে

রাখার প্রয়াস করেছিল শুরু থেকেই। তার হয়তো চমৎকারিতা ছিল না কিন্তু অনাড়ম্বর ভাবে ও ভাষায় তা ব্যাবহারিক প্রয়োজনে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এই সময়কে বলা যেতে পারে প্রবাদের গঠন পর্ব। সময়ের সাথে সাথে ভাষার ক্ষমতা ও সম্পন্নতা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রবাদও সাবলীল ভাবে বিকশিত হচ্ছিল। তবে প্রবাদের আদি স্রষ্টার কৃতিত্ব সম্ভবত পুরুষদের নয়, নারীদের। বিষয়বস্তু ও প্রয়োগস্থান বিচারে এই বক্তব্যের যথার্থ সারবত্তা আছে বলে মনে হয়। তবে কালক্রমে রচয়িতা বিস্মৃত হলেও কথাংশ বেঁচে রইলো চিরস্থায়ী প্রবাদরূপে। একজনের সহজ বুদ্ধিজাত বাণী পরিণত হলো সর্বজনীন প্রয়োগাস্ত্রে।

পৃথিবীর সব দেশে, সমাজে ও সব কালেই যেমন প্রবাদ বাক্যের প্রচলন আছে, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। উত্তরবঙ্গের ঘরে ঘরে নানাবিধ প্রবাদ বাক্য মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে উদ্ভূত হয়ে নিজের বেগে সরস ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিলো। এই সব প্রবাদবাক্যের রচয়িতা কে বা কারা তা আজ আর জানবার উপায় নেই। এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে এই সব প্রবাদ চলে আসছে; পিতা থেকে পুত্রে, মাতা থেকে কন্যায়, এভাবেই এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে প্রবাদগুলি মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে।

'ডাক' ও 'খনার' বচন বাঙালির ঘরে ঘরে সমধিক প্রচলিত। সে তুলনায় উত্তরবঙ্গের এই প্রবাদগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচিতি লাভ করে নি। তার একটি বড়ো কারণ এই প্রবাদগুলি উত্তরবঙ্গের প্রাদেশিক ভাষায় রচিত। তথাকথিত অশিক্ষিত রাজবংশী পরিবারেই এর প্রচলন। রাজবংশীদের একটা বড়ো অংশই কৃষিজীবী। কাজেই তাদের প্রবাদ বাক্যে কৃষি ও তৎসংলগ্ন বিষয়েরই আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কোনও কোনওটিতে গ্রামের মানুষদের সরল বিশ্বাস বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

জলপাইগুড়ি জেলার পল্লী অঞ্চলের রাজবংশীয় ছেলে মেয়েরা অবসর সময় সন্ধ্যাবেলায় বৃদ্ধা দিদিমা ঠাকুমার কাছে বসে নানারকম গল্পের সাথে সাথে এইসব কৃষিবিষয়ক প্রবাদগুলিও শিখে থাকে। নিচে এই প্রবাদগুলি রাজবংশী গ্রাম্য কথ্য ভাষাতে এবং বুঝবার সুবিধার জন্য আধুনিক বাংলা ভাষাতে প্রকাশ করা হলো –

১) "শুনেক্, যেই মাসে পতিবতের চামডা কাচিদাওর নাখাতি সিদা হয়া উটিবে, সেই মাসে খুপ আকাল হবে। আর যেই মাসে চামডা হাসুয়াদাওর নাখাতি উটিবে ঐডা মাসত জিরাতের দাম পড়িবে।"

শোন্ যে মাসে প্রতিপদ তিথিতে চাঁদ ধানকাটা কাচি দায়ের মতো সোজা হয়ে উঠবে, সে মাসে জিনিসের দাম বাড়বে। আর যে মাসে প্রতিপদের চাঁদ পাট কাটা হাসুয়া দায়ের মতো কাত হয়ে উঠবে, সে মাসে খাদ্যশস্যের দাম পড়বে।

২) "ছিপঞ্চমীর দিন যদি পছিয়া বাও বয়, সেই সন ভাদই ধান পাতে না পড়িবে।"

শ্রীপঞ্চমীর দিন, অর্থাৎ সরস্বতী পুজোর দিন যদি পশ্চিম দিক থেকে শুকনো বাতাস বইতে থাকে, তবে সে বছর আউশ ধানের অধিকাংশের ভিতরে চাল থাকবে না।

৩) "ভাদরের পছিয়াই তিল কালাই বুনেক। ভাদর মাসে পছিয়া বইলে খুপ খর হবে। সেলা তিল কালাই ফেলেবা নাগে।"

ভাদ্র মাসের পশ্চিমা বাতাস তিল, কলাই বোনার উপযোগী। ভাদ্র মাসে পশ্চিমা বাতাস বইলে খুব খরা হয়; তখন তিল, কলাই বুনতে হয়।

৪) "ভাদই এর কুপাকে আর হেউতির সুপাক। ভাদই ডাউহা বঙ্গী ধরিলে কাটিয়া পুঞ্চিতে পাকিবে। হেউতি ধানের নারা শুকিবা নাকে সেলায় কাটিবেন। না-তেন-তে কানা ধান পাতে না পড়িবে।"

আউশ ধানে সামান্য রং ধরলেই কাঁচা অবস্থায় কেটে স্তুপ করে রাখবে। ধান সেই অবস্থাতেই পাকবে। কিন্তু আমন ধানের গাছ সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে তবেই কাটবে, নইলে কাঁচা ধান স্তুপে জমাট থেকে নষ্ট হয়ে যাবে।

৫) "ধানের গোলাত যদি শুয়া ধরে ঐ সন ধানের দাম চড়িবে—আকাল হোবে।"

নতুন ধান গোলায় তোলার পর যদি দেখা যায় যে ধানে কালো শুঁড় ওয়ালা পোকা ধরেছে তাহলে বুঝতে হবে যে সে বছর ধানের দাম খুব চড়া (বেশি) হবে এবং দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। বৃদ্ধা দিদিমা বা ঠাকুমা পক্ষী চরিত্র সম্পর্কেও অভিজ্ঞা। বিভিন্ন সময়ে পাখির বিভিন্ন প্রকার ডাকের সঙ্গে দেশের মঙ্গল অমঙ্গল সম্পর্কেও তাঁরা ধারণা করতে পারেন। নাতিনাতনিদের তিনি শেখান –

৬) "দেক্, ভাট্ কাওয়াটা খুব কান্দেছে। বাড়ি-ভাত বিরবান্ দেখিচে। এইডা কাউহা এইনং ডাকিলে বাড়িভাত কারকুন হয়।"

দেখ, দাঁড়কাকটা কর্কশ স্বরে ডাকছে। বাড়িতে অমঙ্গল দেখতে পেয়েছে। এই কাক এই রকম অমঙ্গল স্বরে ডাকলে বাড়িতে কারও না কারও অমঙ্গল হবেই।

৭) "ওই দেক্, পাতি কাউহাডা কুল কুলাচ্ছে। সোদোর আসিবে। মুখে মুখে যদি খুপ কুল কুলায় তালে ভার ভার সাঙ্গিনিয়া সোদর আসিবে।"

ওই দেখ, পাতিকাকটা ধীরে ধীরে ডাকছে। বাড়িতে কুটুম আসবে। আর যদি দুটো পাতিকাক মুখোমুখি হয়ে ধীরে ধীরে ডাকে তবে জানবে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বাড়িতে কুটুম আসবে।

৮) "ভাদর মাসে কুরুয়া পাখি ডাকিলে খরখরে; পানি হব না হয়।"

ভাদ্র মাসে বড়ো চিল ডাকলে বৃষ্টি হবে না। সব কিছু শুকিয়ে যাবে।

৯) "দেওয়াত জল দুবার ঢক্ দেখিলে ফটিং জল পাখি ডাকিয়া বেড়ায়। সেথায় নগত জল হবে !''

আকাশে বৃষ্টি হওয়ার লক্ষণ দেখা দিলে ফটিক জল পাখি ডাকতে থাকে। তখন অল্প সময়ের মধ্যেই বৃষ্টি হয়।

১০) "কাল পেচা দিনত্ না ডাকে। আতি করিয়া গাওটাত ডাকিলে খুপ বেমার দেখা দিবে।''

কালপেঁচা দিনে ডাকে না। রাত্রে যদি কোনও গ্রামে কালপেঁচা ডাকে তবে সে গ্রামে খুব ব্যাধি পীড়া দেখা দেবে। এছাড়াও বেশ কিছু প্রবাদে রাজবংশী জনসমাজের জীবনযাপনের খুঁটিনাটি প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন—

১১) " ধান খায়্যা যায় ধুপানন উরুনের গলাৎ দড়ি।"

যে ক্ষতি করে তাকে ধরতে না পেরে অন্যকে শাস্তি দেওয়া।

১২) "উপকারী গাছের নাই ছাল উপকারী মানষির নাই ভাল।"
গুণী মানুষ এবং উপকারী গাছ যথাযথ সম্মান পায় না।

১৩) "যদিও বা হই হীন তাও না ছাড়ি মহতের চিন।"
বড়োলোক গরিব হলে আচরণে তার চিহ্ন বর্তমান থাকে।

১৪) "গরম ভাতত বিলাই ব্যাজার, উচিৎ কথাত সাগাই ব্যাজার।"
সত্য কথা সকলের অপ্রিয়।

১৫) "ছিলছিলা যিত্তি, সেলাম করি সিত্তি।"
আর্থিক স্বচ্ছলতা যার আছে তাকেই ভজনা করা মানুষের স্বভাব।

প্রবদের ভিতর দিয়ে একটি জাতির মর্মকথা অনুধাবন করা যায়। লোকসমাজের পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় জীবনের বিস্তৃত পরিচয় জানা যায়। প্রবাদে একটি জাতির আত্মবিকাশের ধারা ব্যক্ত হয়। উত্তরবঙ্গের নারীদের এই প্রবাদগুলিতে মূলত যেমন ঘরোয়া পরিবেশের ছাপ পড়ে তেমনি সেখানকার সমাজবাস্তবতা, প্রকৃতি, মানুষজন তাদের স্বভাবের বিচিত্র দিক—রোগ, শোক, হর্ষ, বিষাদ, প্রীতি, অসূয়া নরনারীর সম্পর্ক সবকিছুই ধরা পড়ে। জনসাধারণের মধ্যে এইরকম অসংখ্য প্রবাদবাক্য প্রচলিত। অতুলনীয় ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের অধিকারী হয়েও এখনও এর যথাযথ আলোচনা হয় নি। এবিষয়ে সবিশেষ নজর দেওয়া আমাদের আশুকর্তব্য।

গ্রন্থসূত্র:

১) লোক-সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, গতিধারা, ঢাকা।
২) লোকসংস্কৃতির দিগদিগন্ত, সম্পাদনা – চূড়ামণি হাটি, গ্রন্থবিকাশ।
৩) লোকসংস্কৃতি: অন্দরমহল-বারমহল, সৌগত চট্টোপাধ্যায়, পুস্তক বিপণি।
৪) সভ্যতা সংস্কৃতির সন্ধানে উত্তরবঙ্গের দেব দেবী ও লোকাচার, ড. নরেন্দ্র নাথ রায়, ছায়া পাবলিকেশন।
৫) লোকসংস্কৃতি: উত্তরবঙ্গ ও অসম, বিপ্লব কুমার সাহা, ছায়া পাবলিকেশন।
৬) উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি পরিচয়, ড. দিগ্বিজয় দে সরকার, ছায়া পাবলিকেশন।